হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর
www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

GET IT ON Google Play
Download From App Store

সূচীপত্র

লূত ‘আলাইহিস সালামের কওমের প্রতি আল্লাহর নাফরমানীর শাস্তি
কওমে লূতের অবাধ্যতা
লূত ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান
যেভাবে আযাব এলো
আযাবের ধরন
ঘটনা থেকে শিক্ষা

GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

باسمہ تعالیٰ

লূত ‘আলাইহিস সালামের কওমের প্রতি আল্লাহর নাফরমানীর শাস্তি

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ ِالْمُرْسَلِيْنَ ○اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ○اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ○فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ○وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

অর্থঃ কওমে লূত (হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়) নবীদের মিথ্যাবাদী বলে উক্তি করেছে। যখন তাদের ভাই হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম তাদের বললেন, তোমরা কি ভয় করো না? আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত পয়গাম্বর। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না, আমার বিনিময় তো বিশ্ব পালনকর্তার কাছে রয়েছে। (সূরা শুআরা, আয়াত: ১৬০-১৬১)

হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁর পিতার নাম ছিল “হারান”। বাল্যজীবনে হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম তাঁর চাচা হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের নিকট লালিতপালিত হতে থাকেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে তিনি বড় হন।

তাঁদের উভয়ের মাতৃভূমি ছিল পশ্চিম ইরাকে বসরার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ বাবেল শহরে। সেখানে তখন মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। হযরত ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের বংশধরগণও

মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। সেই জাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে পয়গাম্বর করে পাঠান। কিন্তু সবাই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ব্যাপারটি নমরূদের আগুন পর্যন্ত গড়ায়। আর তাঁর পিতা তাঁকে ঘর থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দেন।

হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের নিজ পরিবারের মধ্যে তখন শুধু সহধর্মিণী হযরত সারাহ ও ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত 'আলাইহিস সালাম মুসলমান ছিলেন। আর এই দুজনই হলেন মিল্লাতে ইবরাহীমের সর্বপ্রথম মুসলমান। নিম্নোক্ত আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে,

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّیْ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ○

অর্থঃ অতঃপর হযরত লূত 'আলাইহিস সালাম তাঁর (হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের) প্রতি ঈমান আনলেন। হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম বললেন, আমি আমার রবের উদ্দেশ্যে হিজরত করছি। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা আনকাবূত, আয়াত: ২৬)

হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম সহধর্মিণী হযরত সারাহ ও ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত 'আলাইহিস সালামকে সাথে নিয়ে স্বদেশ ছেড়ে সিরিয়ায় হিজরত করেন। জর্ডান নদীর তীরে পৌঁছার পর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম কিনানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। এই এলাকাটি বাইতুল মুকাদ্দাসের কাছাকাছি অবস্থিত।

হযরত লূত 'আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা নবুওয়্যাত প্রদান করে জর্ডান ও বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যবর্তী সাদুম

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

অঞ্চলের অধিবাসীদের পথপ্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। এই এলাকায় সাদুম, আমুরা, উমা, সাবুবিম, বালে বা সুগার নামক পাঁচটি বড় বড় শহর ছিল। কুরআনে কারীমের বিভিন্ন স্থানে এগুলোর সমষ্টিকে মু'তাফিকাহ (مُؤْتَكِفَة) ও মু'তাফিকাত (مُؤْتَفِكَات) শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব শহরের মধ্যে সাদুমকেই রাজধানী মনে করা হত। হযরত লূত 'আলাইহিস সালাম এখানে অবস্থান করেন। এ এলাকার ভূমি ছিল উর্বর ও শস্য-শ্যামল। এখানে সর্বপ্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল। (আল-বাহরুল মুহীত)

কওমে লূতের অবাধ্যতা

কুরআনে কারীমে মানুষের সাধারণ অভ্যাস বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে,

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ○ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ○

অর্থঃ বাস্তবিকই মানুষ সীমালঙ্ঘন করে থাকে। কারণ, সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে। (সূরা 'আলাক, আয়াত: ৬-৭)

বলাবাহুল্য মানুষ যখন দেখে, সে প্রাচুর্যের মধ্যে আছে এবং সে কারো মুখাপেক্ষী নয়, তখন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন, সীমালঙ্ঘন ও অবাধ্যতা শুরু করে। তেমনিভাবে লূত 'আলাইহিস সালামের কওমের সামনেও আল্লাহ তা'আলা তার নিয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তারা তা পেয়ে মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী ধন ঐশ্বর্যের নেশায় মত্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন, কাম-প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার চক্র-জালে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়লো, লজ্জা-শরম ও ভালো-মন্দের স্বভাবজাত পার্থক্যও তারা বিস্মৃত হয়ে গেল। এমনকি তারা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম বিকৃত

ধরনের, প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও অত্যন্ত কদর্য কুকর্মে লিপ্ত হলো। তারা বালকদের সাথে কুকর্মে লিপ্ত হলো। এইজাতীয় পাপাচার হারাম ও মহাপাপ তো বটেই, অধিকন্তু তা সুস্থ স্বভাবের বিরুদ্ধ ও বিকৃত রুচির এমন জঘন্য কর্ম যে, সাধারণ জন্তু-জানোয়ারও এর নিকটবর্তী হয় না। তদুপরি তাদের মারাত্মক বেলেল্লাপনার বিষয় ছিল, তারা তাদের এই জঘন্য বদকারীকে কোন অপরাধই মনে করতো না। বরং প্রকাশ্যে গৌরবের সাথে এই জঘন্য কাজে লিপ্ত হত। এ ছাড়া তারা চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ওয়াদাখেলাফি ও বিশ্বাসঘাতকতার মতো বিভিন্ন মারাত্মক অপরাধে লিপ্ত ছিল। এভাবে তারা তৎকালীন যমানার সবচেয়ে বদকারে পরিণত হয়েছিল।

এই অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়াতের জন্য হযরত লূত 'আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করলেন। তিনি তার রিসালাতের কথা ঘোষণা করে উক্ত জাতিকে অন্যায়, পাপাচার ও অশ্লীলতা পরিহার করে ঈমান, তাওহীদ ও তাকওয়ার দিকে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানালেন। তিনি তাদের বললেন, "তোমরা অশ্লীলতা ও কদর্যতা পরিহার করে শারাফাত ও পবিত্রতার যিন্দেগী ইখতিয়ার করো।"

হযরত লূত 'আলাইহিস সালাম উক্ত কওমের চরিত্রহীনতা, বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনার বিরুদ্ধে তিরস্কার করে বললেন,

اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ

অর্থঃ তোমরা কী করে এমন অশ্লীল কাজ করেছো, যা তোমাদের আগে বিশ্ববাসীদের মধ্যে কেউ করেনি? (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৮০)

উল্লেখ্য, যিনা-ব্যভিচার প্রসঙ্গে কুরআন শরীফে اِنَّه كَانَ فَاحِشَةً (নিশ্চয় তা জঘন্য অশ্লীল কর্ম) উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে فَاحِشَةً (ফাহিশাতান) শব্দটি আলিফ ও লাম ব্যতিরেকেই ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত আয়াতে উক্ত শব্দটি اَلْفَاحِشَةَ (আলফাহিশাতা)-রূপে আলিফ ও লামসহ উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, আলিফ ও লাম যুক্ত করা হয় একে এজাতীয় সকল কিছুর আকর বলে বুঝানোর জন্য। সুতরাং এর দিয়ে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই জঘন্য বালক-মৈথুন ও পুং মৈথুন সমস্ত অশ্লীলতার ধারক এবং যিনার চাইতেও জঘন্য অপরাধ।

উল্লিখিত আয়াতে এর পর বলা হয়েছে, "এই নির্লজ্জ কাজ তোমাদের আগে পৃথিবীর বুকে কেউ করেনি।" এ ব্যাপারে হযরত আমর ইবনে দিনার রহ. বলেন, "এই জাতির আগে পৃথিবীতে কখনোই এমন কুকর্ম দেখা যায়নি।" (তাফসীরে মাযহারী)

বস্তুত সেই সাদুমবাসীদের তথা উক্ত সম্প্রদায়ের আগে কোন ঘোরতর বদকার ব্যক্তির চিন্তাও এদিকে যায়নি। তাই উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান রহ. বলেন, কুরআন মাজীদে হযরত লূত 'আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লেখ করা না হলে, আমি কল্পনাও করতে পারতাম না, কোন মানুষ এরূপ জঘন্য কাজ করতে পারে।

উল্লিখিত আয়াতে সেই সম্প্রদায়কে তাদের জঘন্য নির্লজ্জ কাজের কারণে দু'দিক দিয়ে হুঁশিয়ার করা হয়েছে।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

এক. বহু গুনাহ মানুষ পরিবেশের প্রভাবে অথবা পূর্ববর্তীদের দেখাদেখি লিপ্ত হয়ে যায়। যদিও তা অপরাধের দিক দিয়ে কোন অংশে কম নয়, তবে এ ধরনের অপরাধে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অজুহাত থাকে। কিন্তু যে গুনাহ আগে কেউ করেনি এবং পৃথিবীতে যার অস্তিত্ব নেই, সেরূপ গুনাহ লিপ্ত হওয়ার পিছনে তাদের কোন অজুহাতই থাকে না। তাই নিঃসন্দেহে তা অতি মারাত্মক ভয়াবহ অপরাধ, যা অধিক ও কঠিন শাস্তির যোগ্য।

দুই. যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ কিংবা কুপ্রথার উদ্ভাবন ঘটায়, তার নিজের কুকর্মের গুনাহ ও শাস্তি তো রয়েছেই, সেই সাথে কিয়ামত পর্যন্ত যারা সেই কাজ করবে, তাদের সকলের সমপরিমাণ গুনাহ ও শাস্তিও তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে।

উক্ত সম্প্রদায়ের নির্লজ্জ কুকর্মের বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে দিয়ে হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম তাদের সতর্ক করে বলেন,

اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ○

অর্থঃ তোমরা তো যৌনকর্ম চরিতার্থ করার জন্য পুরুষদের কাছে গমন করছো নারীদের ছেড়ে, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৮১)

উপরোক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, মানুষের স্বভাবজাত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা একটি হালাল ও জায়েয পন্থা নির্ধারণ করেছেন। তা হচ্ছে, নারীদের বিয়ে করা। এই পন্থা ছেড়ে সমকামিতা বা পুং মৈথুনের মতো বিবেকবর্জিত ও বিকৃত পন্থা অবলম্বন করা অতীব ঘৃণ্য কুকর্ম ও মনুষ্যত্বের মারাত্মক সীমালঙ্ঘন। এমনকি তা যিনা-ব্যভিচারের চেয়েও ভয়াবহ অপরাধ।

এই কারণেই সাহাবা, তাবেঈ ও মুজতাহিদগণ পুং-মৈথুনকে যিনা-ব্যভিচারের চেয়েও অধিক গুরুতর অপরাধ বলে সাব্যস্ত করেছেন। সেজন্য ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. বলেন, যারা এ কাজ করবে, তাদের ঐ রকম শাস্তিই দিতে হবে, যা হযরত লূত 'আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। যেমন তাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং মাটি উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে সেরূপভাবেই এমন ব্যক্তিকে কোন উঁচু পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিয়ে উপর থেকে তার উপর প্রস্তর বর্ষণ করার মাধ্যমে তাকে চরম পর্যায়ের মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।

মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুং-মৈথুনকারী সম্পর্কে বলেছেন, "এই কাজে জড়িত উভয়কে হত্যা করো।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

লূত 'আলাইহিস সালামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান

হযরত লূত 'আলাইহিস সালাম সেই সম্প্রদায়কে সাবলীল ভাষায় বিনয় ও নম্রতার সাথে বুঝানোর যত পদ্ধতি হতে পারে, তার সবটাই প্রয়োগ করে বুঝিয়েছেন এবং উপদেশ ও নসীহত করেছেন। আর পূর্ববর্তী নাফরমান সম্প্রদায়ের ধ্বংসাত্মক পরিণতি বর্ণনা করে তা থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেছেন।

কিন্তু এই বদকারদের উপর সেই নসীহতের কোন প্রতিক্রিয়াই পড়লো না। বরং এতে তারা উল্টো ক্ষেপে গেল এবং হযরত লূত 'আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হলো। তারা হযরত লূত

‘আলাইহিস সালামের নসীহতের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতে লাগলো এবং কীভাবে তাকে জব্দ করে পাল্টা জবাব দেওয়া যায়, তার দুরভিসন্ধি আঁটতে লাগলো।

কিন্তু কোন প্রকারেই যখন তারা হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামকে পরাস্ত করতে পারল না, তখন তারা হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামকে সেই এলাকা থেকে বের করে দেওয়ার চক্রান্ত করলো। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ○

অর্থঃ তাঁর (হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামের) সম্প্রদায়ের এ ছাড়া কোন জবাব হলো না। তারা বলল, বের করে দাও এদের, তোমাদের এলাকা থেকে। এরা খুব পবিত্রতা অবলম্বী মানুষ। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ৮২)

হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম পুনরায় এক মজলিসে তাদের উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন,

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ وَتَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ

অর্থঃ তোমরা কি করে পুরুষদের সাথে অশ্লীল কাজ করছো এবং রাহাজানি করছো? আর তোমরা তোমাদের ভরা মজলিসে নির্দ্বিধায় কুকর্মে লিপ্ত হচ্ছো? (সূরা আনকাবূত, আয়াত: ২৯)

হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম এসব কুকর্মের পরিণতি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি সম্পর্কে তাদের হুঁশিয়ার করে অনেক বুঝালেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর এই নসীহত শুনে সংশোধন হওয়া এবং আল্লাহর আযাব ও গজবে ভীত হয়ে পাপাচার পরিত্যাগ করার পরিবর্তে উল্টো উত্তেজিত হয়ে উঠলো

এবং ঔদ্ধত্য দেখিয়ে বলতে লাগলো, "হে লূত, আপনি আপনার উপদেশ ও সতর্কবাণী রাখুন। যদি আমাদের এই সমস্ত কার্যকলাপের কারণে আপনার প্রতিপালক নারাজই হয়ে থাকে, তা হলে আপনি আমাদের যেই শাস্তির কথা বলে বারবার ভয় দেখাচ্ছেন, সেই শাস্তির আগমন ঘটান। বাস্তবিকই যদি আপনি আপনার কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকেন তা হলে তা প্রমাণ করুন। আপনার অযথা নসীহত আর শুনতে চাই না। বরং এখন আপনার ও আমাদের মাঝে একটা বুঝা-পড়া হয়ে যাওয়া দরকার।" আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে এ কথাই বলা ইরশাদ করেছেন,

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

অর্থঃ (হযরত লূত 'আলাইহিস সালামের দাওয়াতের) জবাবে তার সম্প্রদায়ের কেবল একথাই বললো, আমাদের উপর আল্লাহর আযাব আনুন, যদি আপনি সত্যবাদী হোন। (সূরা আনকাবূত, আয়াত: ২৯)

এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাইল 'আলাইহিস সালামসহ কতিপয় ফেরেশতাকে কওমে লূতের উপর আযাব নাযিল করার জন্য প্রেরণ করলেন।

সেই সকল ফেরেশতা যাত্রাপথে প্রথমে ফিলিস্তিনে গিয়ে হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের নিকট তাঁর স্ত্রীর গর্ভধারণ ও বহু কাঙ্ক্ষিত সন্তান লাভের সুসংবাদ নিয়ে উপস্থিত হন। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ○ فَلَمَّا رَآٰ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَ اَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ○

www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com

অর্থঃ আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের নিকট বিশেষ সুসংবাদ নিয়ে আগমন করলেন। তারা সালাম বললেন। জবাবে তিনিও সালাম বললেন। অতঃপর অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি একটি ভূনাকৃত বাছুর নিয়ে এলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন, আহারের দিকে তাঁদের হাত প্রসারিত হচ্ছে না, তখন সন্দিহান হলেন এবং মনে মনে তাঁদের সম্পর্কে ভয় করতে লাগলেন। তখন তাঁরা বললেন, ভয় পাবেন না। আমরা হযরত লূতের কওমের প্রতি (আযাব নাযিল করার জন্য) প্রেরিত হয়েছি। (সূরা হুদ, আয়াত: ৬৯-৭০)

যেভাবে আযাব এলো

আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন জাতিকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করেন, তখন তাদের কার্যকলাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়ায়ই আযাব নাযিল করেন। এক্ষেত্রেও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করে ফেরেশতাদের নওজোয়ান রূপে সেই সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেন।

লূত ‘আলাইহিস সালাম তাঁদের দেখে প্রথমে চিনতে পারেননি যে, তাঁরা ফেরেশতা। তাই তাঁরা যখন তাঁর নিকট মেহমানরূপে আগমন করলেন, তখন তিনি তাঁদের মানুষ মনে করে তাঁদের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কারণ, মেহমানদের আপ্যায়ন করা এবং তাদের ইজ্জত-সম্মান ও নিরাপত্তা দেওয়া মেজবানের নৈতিক দায়িত্ব। বিশেষ করে নবীগণ তো এ সকল নীতি-নৈতিকতার প্রকৃত সংস্কারকারী। পক্ষান্তরে তাঁর সম্প্রদায়ের কু-স্বভাবের কথা তাঁর জানা ছিল। তারা টের পেলে বাছ-বিচার না করেই হামলে পড়ে সর্বনাশ ঘটাবে। এই উভয় সংকটে পড়ে তিনি চিন্তিত হয়ে বললেন, هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ

অর্থঃ আজ অত্যন্ত কঠিন দিন। (সূরা হুদ, আয়াত: ৭৭)

আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়াকে শিক্ষাক্ষেত্র বানিয়েছেন, যার মধ্যে তার অসীম কুদরত ও অফুরন্ত হেকমতের অপার নিদর্শন রয়েছে। তাই দেখা যায়, মূর্তিপূজারী আযরের ঘরে আপন অন্তরঙ্গ বন্ধু ইবরাহীম খলীলুল্লাহ 'আলাইহিস সালামকে পয়দা করেছেন। আবার হযরত লূত 'আলাইহিস সালামের মতো একজন বিশিষ্ট নবীর স্ত্রী বানিয়েছেন এক পাপিষ্ঠ মহিলাকে, যে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে কাফেরদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতো।

ফেরেশতাগণ যখন সুদর্শন নওজোয়ানের আকৃতিতে হযরত লূত 'আলাইহিস সালামের ঘরে উপস্থিত হলেন, তখন লূত 'আলাইহিস সালামের সেই স্ত্রী সমাজের দুষ্ট লোকদের খবর দিল, আমাদের ঘরে কয়েকজন অপরূপ নওজোয়ান আগমন করেছে। এই খবর শুনে হযরত লূত 'আলাইহিস সালামের কওমের লোকেরা হন্তদন্ত হয়ে তাঁর ঘরপানে ছুটে এলো। এ কথা উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ؕ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ

অর্থঃ তাঁর কওমের লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর (ঘর) পানে ছুটে আসতে লাগলো। আর পূর্ব থেকেই তারা যাবতীয় কুকর্ম করে আসছিল। (সূরা হুদ, আয়াত: ৭৮)

বস্তুত তারা নানান জঘন্য কুকর্মের প্রভাবে এতদূর নির্লজ্জ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের বিবেকের এত অধঃপতন হয়েছিল যে, লূত 'আলাইহিস সালামের নওজোয়ান মেহমানদের সাথেও এহেন কুকর্ম করার জন্য উদ্যত হলো। তারা তাঁর মতো একজন সম্মানিত নবীর সম্মান ও মর্যাদার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করলো না।

তারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য প্রকাশ্যে লূত ‘আলাইহিস সালামের ঘর অবরোধ করলো। লূত ‘আলাইহিস সালাম তাদের বহুভাবে বুঝালেন। অন্তত তাদের সম্মান রক্ষার জন্য আবেদন জানালেন। কিন্তু তারা কোন কিছুই বুঝতে চাইলো না। তারা নওজোয়ান মেহমানদের তাদের নিকট সোপর্দ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করলো।

সব রকম বুঝিয়েও যখন হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম নিরাশ হয়ে গেলেন এবং দেখলেন, তাদের প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না, তখন বিকল্প সুরত ইখতিয়ার করে হলেও তাদের দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখার জন্য তাদের সরদারদের নিকট স্বীয় কন্যাদের বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব দেন। নিম্নোক্ত আয়াতে এই কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে,

قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ

অর্থঃ হে আমার কওম, এই আমার কন্যারা রয়েছে, এরা (বিবাহের মাধ্যমে বরণ করলে) আপনাদের জন্য পবিত্রতম। (সূরা হুদ, আয়াত: ৭৮)

তৎকালে কাফের পাত্রের সাথে মুসলিম পাত্রীর বিবাহবন্ধন বৈধ ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত এ হুকুম বলবৎ ছিল। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুই কন্যাকে প্রথমে যথাক্রমে উতবা ইবনে আবু লাহাব ও আবুল আস ইবনে রবির কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন। অথচ তখন তারা উভয়ে কাফের ছিল। পরবর্তীকালে ওহীর মাধ্যমে কাফেরদের সাথে মুসলমান মেয়েদের বিবাহ হারাম ঘোষণা করা হয়। (আল-জামি‘লিআহকামিল কুরআন-কুরতুবী)

কোন কোন তাফসীরকারের মতে, হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম তার কন্যা বলে উক্ত সম্প্রদায়ের কন্যাদের অর্থাৎ তাদের স্ব স্ব স্ত্রীদের অথবা কওমের কন্যাদের বিবাহ করে বৈধ স্ত্রী বানিয়ে নেওয়ার কথা বুঝিয়েছেন। সেই স্ত্রীরা অবশ্যই তাদের কামভাব চরিতার্থের জন্য পূত-পবিত্র। এক্ষেত্রে নবী লূত ‘আলাইহিস সালাম সেই সম্প্রদায়ের কন্যাদের নিজের কন্যা বলে সম্বোধন করার তাৎপর্য হলো, প্রত্যেক নবী তার উম্মতের জন্য পিত্রতুল্য, আর তাঁর উম্মতগণ তাঁর রুহানী সন্তানের মতো। যেমন, সূরা আহযাবের ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

اَلنَّبِیُّ اَوۡلٰی بِالۡمُؤۡمِنِیۡنَ مِنۡ اَنۡفُسِہِمۡ وَ اَزۡوَاجُہٗۤ اُمَّہٰتُہُمۡ

অর্থঃ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদের সাথে অধিক ঘনিষ্ট, তাদের নিজেদের চেয়েও এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মা।

এর সাথে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর কিরাআতে وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ বাক্যও বর্ণিত আছে। সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণকে উম্মতের জন্য মাতা এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র উম্মতের পিতা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সুতরাং এর ভিত্তিতে হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামের কথার অর্থ হলো তোমরা নিজেদের কদাচার থেকে বিরত হও এবং ভদ্রভাবে নিজেদের স্ত্রীদের সাথে বৈধ ও পবিত্রভাবে মিলিত হও। অথবা যাদের স্ত্রী নেই, তারা কওমের কন্যাদের বিবাহ করে পবিত্র ও বৈধভাবে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করো।

অতঃপর লূত ‘আলাইহিস সালাম তাদের আল্লাহর আযাবের ভীতি প্রদর্শন করে বললেন, فَاتَّقُوا اللّٰهَ “তোমরা আল্লাহকে ভয় করো” এবং অনুরোধ করে বললেন, وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ “আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপদস্থ করবে না।” তিনি আরো বললেন, اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ “তোমাদের মাঝে কি কোন বিবেকসম্পন্ন পুরুষ নেই?” (সূরা হুদ, আয়াত: ৭৮)

কিন্তু তাদের মধ্যে নৈতিকতা ও মনুষত্বের লেশমাত্রও ছিল না। তাই তারা একযোগে যা বলে উঠলো, নিম্নোক্ত আয়াতে সে কথা ব্যক্ত করা হয়েছে,

قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ○

অর্থঃ তারা বললো, আপনি তো জানেন, আপনার কন্যাদের দিয়ে আমাদের কোন কাজ নেই। আর আপনি ভালো করেই জানেন, আমরা কি চাই। (সূরা হুদ, আয়াত: ৭৯)

এই পরিস্থিতিতে হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম এক সংকটজনক অবস্থায় পতিত হলেন। নিদারুণ আশাহত হয়ে তিনি বললেন,

قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ○

হযরত লূত ‘আলাইহিস সালাম বললেন, “হায়, তোমাদের প্রতিরোধ করার মতো যদি আমার সম্যক শক্তি থাকতো অথবা আমি কোন শক্তিশালী অবলম্বনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতাম!” (সূরা হুদ, আয়াত: ৮০)

এর দিয়ে তিনি এ কথা বুঝিয়েছেন যে, আমি যদি তোমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হতাম অথবা আমার যদি প্রতাপশালী

আত্মীয়স্বজন এখানে থাকতো তাহলে বলপ্রয়োগ করে এই সংকট থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারতাম।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা‘আলা হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামের প্রতি রহম করুন, তিনি নিরুপায় হয়ে সুদৃঢ় জামা‘আতের আশ্রয় কামনা করেছিলেন।

তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামের দু‘আর বরকতে পরবর্তীকালে প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তা‘আলা সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী বংশে জন্মদান করেছিলেন। (আল-জামি‘লিআহকামিল কুরআন-কুরতুবী)

ফেরেশতাগণ হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামের অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে প্রকৃত রহস্য ব্যক্ত করে যা বললেন, এই আয়াতে তা বর্ণনা করা হয়েছে,

قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ

অর্থঃ ফেরেশতাগণ বললেন, হে লূত, আমরা আপনার পালনকর্তার প্রেরিত ফেরেশতা। তারা কখনো আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না। (সূরা হুদ, আয়াত: ৮১)

ফেরেশতাগণ হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামকে বললেন, আমরা মানুষ নই, বরং আল্লাহ তা‘আলার প্রেরিত ফেরেশতা। আপনি নিশ্চিত থাকুন, তারা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। বরং আযাব নাযিল করে এই পাপিষ্ঠ দুরাচারদের নিপাত করার জন্যই আমরা প্রেরিত হয়েছি।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, দুর্বৃত্তরা যখন লূত ‘আলাইহিস সালামের গরের দরজায় সমবেত হলো, তখন

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছিলেন। ফেরেশতাগণ ঘরের ভেতরে অবস্থান করছিলেন। কেবল আড়াল থেকে দুষ্টদের সাথে কথাবার্তা চলছিল। এরপর একপর্যায়ে তারা দেয়াল টপকে ভিতরে প্রবেশ করে এবং কপাট ভাঙতে উদ্যত হয়। এমন নাজুক মুহূর্তে লূত ‘আলাইহিস সালামের যবান থেকে এই বাক্যটি هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ (আজ বড় সংকটময় দিন) উচ্চারিত হয়েছিল।

তখন ফেরেশতাগণ তাকে অভয় দান করেন এবং ঘরের দরজা খুলে দিতে বলেন। তাই তিনি দরজা খুলে দেন। তখন জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম সেই লোকদের প্রতি স্বীয় পাখার ঝাঁপটা মারেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে যায় এবং ভেগে চলে যেতে থাকে।

অন্য বর্ণনামতে, হযরত জিবরাইল ‘আলাইহিস সালাম তাদের দিকে একটা ফুঁক দেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই দুরাচাররা সকলেই অন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের সর্বাঙ্গে ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হয়। তা ছাড়াও তাদের সমস্ত শরীর কদাকার হয়ে যায়। তখন তারা চিৎকার করতে করতে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

অতঃপর ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ শুনিয়ে হযরত লূত ‘আলাইহিস সালামকে বললেন,

فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَاۤ اَصَابَهُمْ

অর্থঃ আপনি কিছুটা রাত থাকতে আপনার লোকজনসহ (এই এলাকা ছেড়ে) অন্যত্র চলে যাবেন। আর (সবাইকে সতর্ক করে দিবেন) আপনাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়। তবে আপনার স্ত্রী ছাড়া। (সে আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না।)

অন্যদের উপর যে আযাব আপতিত হবে, (তার অন্যায়ের দরুন) তাকেও সেই আযাব পাকড়াও করবে। (সূরা হুদ, আয়াত: ৮১)

স্মর্তব্য যে, উল্লিখিত আয়াতে যে বলা হয়েছে, اِلَّا امۡرَاَتَكَ (তবে আপনার স্ত্রী ছাড়া)-এর এক অর্থ এই হতে পারে যে, আপনার স্ত্রীকে সাথে নেবেন না। দ্বিতীয় অর্থ এটা হতে পারে যে, তাকে পিছনে ফিরে চাইতে নিষেধ করবেন না। অথবা এটাও হতে পারে যে, সে আপনার হুঁশিয়ারি মেনে চলবে না।

বর্ণিত আছে, তার স্ত্রীও সাথে যাচ্ছিল। কিন্তু পাপিষ্ঠদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার কথা শুনে সে পশ্চাতে ফিরে তাকালো এবং কওমের শোচনীয় পরিণতি দেখে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রস্তরের আঘাতে সে ধ্বংস হয়ে গেল। (তাফসীরে মাযহারী)

আযাবের ধরন

ফেরেশতাগণ লূত ‘আলাইহিস সালামকে আরো জানিয়ে দিলেন, اِنَّ مَوۡعِدَهُمُ الصُّبۡحُ অর্থাৎ, তাদের আযাবের নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে ভোর-সকাল। তখন লূত ‘আলাইহিস সালাম বললেন, “আরো তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার”। ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন, اَلَيۡسَ الصُّبۡحُ بِقَرِيۡبٍ। অর্থাৎ, সকাল কি নিকটবর্তী নয়?

উক্ত আযাবের ধরন সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

فَلَمَّا جَآءَ اَمۡرُنَا جَعَلۡنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهَا حِجَارَةً مِّنۡ سِجِّيۡلٍ ۙ مَّنۡضُوۡدٍ ۝

অর্থঃ অবশেষে যখন আমার হুকুম অর্থাৎ আযাবের বিষয় এসে পৌঁছল, তখন আমি উক্ত জনপদের উপরকে নিচে করে দিলাম

আর তার উপরে কাঁকর-পাথর বর্ষণ করলাম, যার প্রতিটি আপনার রবের নিকট চিহ্নিত ছিল। (সূরা হুদ, আয়াত: ৮২-৮৩)

যখন আযাবের হুকুম কার্যকর করার সময় হলো, তখন তাদের বসতির উপরিভাগকে নিচে করে দেওয়া হলো অর্থাৎ তাদের জনপদকে সম্পূর্ণ উল্টে দেওয়া হলো। আর তাদের উপর অবিশ্রান্তভাবে এমন পাথর বর্ষণ করা হলো, প্রত্যেকটি পাথর এক একজনের নামে চিহ্নিত ছিল।

বর্ণিত আছে, চারটি বড় বড় শহরে কওমে লূত-এর বসতি ছিল। ঐসব জনপদকেই কুরআনে কারীমে আলমু'তাফিকাত (وَالْمُؤْتَفِكَتَ) বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পাওয়া মাত্র হযরত জিবরাঈল 'আলাইহিস সালাম তার পাখা উক্ত শহর চতুষ্টয়ের যমিনের তলদেশে প্রবিষ্ট করে সেগুলোকে এমনভাবে শূন্যে উত্তোলন করলেন যে, সবকিছু নিজ নিজ স্থানে স্থির ছিল, এমনকি পানি ভর্তি পাত্র থেকে এক বিন্দু পানিও গড়াল না বা পড়ল না, আর মহাশূন্য থেকে কুকুর, জানোয়ার ও মানুষের চিৎকার ভেসে আসছিল। জিবরাঈল 'আলাইহিস সালাম ঐসব জনপদকে সোজাভাবে আকাশের দিকে তুলে অতঃপর সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে উল্টিয়ে যথাস্থানে নিক্ষেপ করলেন। তারা যেহেতু আল্লাহর আইন ও বিধান পরিবর্তন করে দিয়েছিল, তাই তাদের সম্পূর্ণরূপে উল্টিয়ে মাটিচাপা দিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়। তদুপরি এটা তো ছিল দুনিয়ার শাস্তি, এরপর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে সীমাহীন ভয়াবহ আযাব।

এক বর্ণনায় আছে, লূত 'আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষণের যে আযাব নাযিল হয়েছিল, তা বড় বড় পাথরের

বর্ষণ নয়, বরং মাটি নির্মিত কঙ্করের বর্ষণ ছিল। প্রত্যেক কঙ্করের গায়ে সেই ব্যক্তির নাম লেখা ছিল, যাকে ধ্বংস করার জন্য কঙ্করটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সে যেদিকে পলায়ন করেছে, কন্করও তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে খতম করেছে।

সূরা যারিয়াতের বর্ণনা দিয়ে বোঝা যায়, হযরত লূত 'আলাইহিস সালামের কওম প্রস্তর-বর্ষণের আযাবে ধ্বংস হয়েছে। আর সূরা হুদের বর্ণনায় বুঝা যায়, গোটা জনপদকে উপরে তুলে উল্টিয়ে সকলকে মাটিচাপা দিয়ে এবং তার উপর চিহ্নিত পাথর বর্ষণ করে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। বস্তুত এই উভয় বর্ণনার মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, এটা সম্ভব যে, উভয় প্রকার আযাবই নাযিল হয়েছিল, প্রথমে তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছে এবং পরে সমগ্র ভূখণ্ড- উল্টিয়ে ও চিহ্নিত পাথর বর্ষণ করে তাদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

কুরআন মজীদের বক্তব্য অনুযায়ী, লূত 'আলাইহিস সালামের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহ আজও আফ্রিকা ও এশিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে আরব থেকে সিরিয়াগামী রাস্তার পার্শ্বে জর্ডানের এলাকায় সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে যথেষ্ট নিচের দিকে একটি বিরাট জলাশয়ের আকারে বিদ্যমান রয়েছে। ইতিহাসে এটা বিরাট এক পরিধিতে বিশেষ এক প্রকার লবণাক্ত ও রক্তবর্ণ পানির আকার ধারণ করে আছে। এ পানিতে কোন মাছ, ব্যাঙ, কাঁকড়া ইত্যাদি জন্তু জীবিত থাকতে পারে না। এজন্যই একে 'বাহরে মাইয়্যাত' বা মৃতসাগর (Dead Sea) নামে অভিহিত করা হয়। একে লূত সাগরও বলা হয়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, এতে পানির অংশ খুব কম এবং তেলজাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। তাই এতে কোন

সামুদ্রিক প্রাণী জীবিত থাকতে পারে না। এ ছাড়া এর পানির ক্ষার সমুদ্রের ক্ষারের চেয়ে অনেক বেশি তীব্র। সেই কারণে এখানে মানুষ ডোবে না।

ঘটনা থেকে শিক্ষা

আজকাল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে এখানে কিছুসংখ্যক আবাসিক দালান-কোঠা ও হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। পরকাল থেকে উদাসীন বস্তুবাদী মানুষ একে পর্যটনক্ষেত্রে পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছে। আফসোস, তারা নিছক খেল-তামাশা হিসাবে এসব এলাকা দেখার জন্য সেখানে গমন করে। অথচ এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ○

অর্থঃ নিশ্চয় এতে মুমিনদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা হিজর, আয়াত: ৭৭)

এসব ঘটনা ও ঘটনাস্থল প্রকৃতপক্ষে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মুমিনদের জন্য শিক্ষণীয়। একমাত্র ঈমানদারগণই এই শিক্ষা দিয়ে উপকৃত হয়। আর অন্যরা এসব স্থানকে নিছক তামাশার দৃষ্টিতে দেখে চলে যায়।

উল্লিখিত কওমে লূত-এর ধ্বংসের ঘটনায় নাফরমান ও পাপীদের জন্য হুঁশিয়ারি বার্তা রয়েছে। ইহজগতের চাকচিক্য ও ভোগ-বিলাসে পড়ে দীন ও ঈমান থেকে দূরে থাকা এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়া নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনারই নামান্তর। কুরআন মজীদে বর্ণিত এসব ঘটনা আমাদের বারবার সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাবধান করে।

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store

তাই এথেকে আমাদের নসীহত হাসিল করা জরুরী এবং সকল অন্যায় ও নাফরমানী ছেড়ে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান যথাযথভাবে পালন করা কর্তব্য।

সমাপ্ত

TOP
GET IT ON Google Play www.darsemansoor.com www.islamijindegi.com Download From App Store